নতুনদের প্রতি রাজ্জাক

এখনকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দু-একটি সিনেমায় অভিনয় করেই নিজেদের আহামরি কিছু ভাবতে শুরু করেন, যা তাদের জন্য শুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারবে না বলে মনে করেন নায়করাজ রাজ্জাক। সম্প্রতি এফডিসিতে 'মন জানে না মনের ঠিকানা' সিনেমার মহরতে এমন কথাই বলেন তিনি। তার মতে, নতুন অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন যাদের ক্যারিয়ার মাত্রই শুরু হলেও বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক হাঁকেন, যা সিনেমার বাজেট তুলনায় যুক্তিসঙ্গত নয়। আর এমন বাড়াবাড়ি সেই নবাগতদের ভবিষ্যতের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে বলেই মনে করেন তিনি।

দিলীপ কুমারের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত, গাইলেন লতা

বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে পাঠকরা হাতে পাচ্ছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড শ্যাডো'। ৯ জুন মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জমকালো প্রকাশনা অনুষ্ঠানের। আর সেখানে অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে দিলীপ কুমারের জন্য গান পরিবেশন করেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। উদয় তারা নায়ারের লেখা বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন অমিতাভ বচ্চন ও আমির খান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, সালমান খান, হেমা মালিনী, কমল হাসান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, পরিণীতি চোপড়া, বিদ্যা বালান, জাভেদ আলী আর শানের মতো তারকারা। জমকালো এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন নির্মাতা করন জোহর।

স্মৃতির ফ্রেমে

সক্রেটিস

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের স্ট্রাইকার জন ওয়ার্ককে রুখে দিচ্ছেন সক্রেটিস (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪– ৪ ডিসেম্বর, ২০১১)। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে গণ্য করা হয় ব্রাজিলের সক্রেটিসকে। মেডিসিনে ডক্টরেট ছিলেন তিনি। ভক্তরা তাই তাকে আদর করে ডক্টর সক্রেটিস নামে ডাকত। ব্রাজিল জাতীয় দলে ৭ বছর খেলে ২২টি গোল করেছেন তিনি। ১৯৮২ বিশ্বকাপে মাঝমাঠে তার অন্য সঙ্গীরা ছিলেন জিকো, ফ্যালকাও ও এডার। ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে ৫৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান ।

আলো

আলমগীর হোসেন

সদাহাস্যময় মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন একজন সফল শিল্প উদ্যোক্তা। খুলনা মহানগরের আজ যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তার পেছনে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। খুলনা মহানগরীর হোটেল-রেস্তোরাঁকে তিনি শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করে আন্তর্জাতিক মানে রূপ দিয়েছেন। গ্রিলহাউস, ওয়েস্টার্ন ইন, হোটেল রয়েল বোদ্ধামহলে সুনাম কুড়িয়েছে তার কারণেই। সবশেষে তিনি দাঁড় করিয়েছেন সিটি ইন নামে আন্তর্জাতিক মানের একটি সুরম্য হোটেল।

পঞ্চাশের দশকে কাজের সন্ধানে আলমগীরের বাবা জুলমত খান পরিবার-পরিজন নিয়ে খুলনার রূপসায় এসে বসতি গড়েন। ১৯৬৮ সালে পড়াশোনা শেষ করে তিনি খুলনার বিশিষ্ট হোটেল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নূর আলীর বড় মেয়েকে বিয়ে করেন। কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পর '৯০ সালের দিকে যৌথ উদ্যোগে খুলনায় একটি হিমায়িত চিংড়ি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিছুদিন পরই পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েন হোটেল ব্যবসায়। কঠোর শ্রম, একাগ্রতা, সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি আজ একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তা। নতুনদের জন্য কিছু বলার অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'শিক্ষাজীবন থেকেই কর্ম নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্যে অবিচল আস্থার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।'

–শুভ্র শচীন

তারকাদের কৃত্রিম চেহারা

কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জারি করে ত্বকের রং ও চেহারা বদলে নেয়ার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেছে। এই উপমহাদেশের বলিউড তারকারাও বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করেছেন তা। চলুন জেনে নেয়া যাক, এমন তারকাভিনেত্রীদের কথা, যারা ত্বকের রং উজ্জ্বল করেছেন কৃত্রিম উপায়ে।

রেখা

ভানুরেখা গনেশান– এক সময়ের কালো মুখের নাদুস-নুদুস এই মেয়েটিই পরবর্তীকালে বলিউড কাঁপানো হার্টথ্রব তারকা রেখা। দক্ষিণ ভারতের এই অভিনেত্রী জানিয়েছেন, এক সময়ের হাবাগোবা রেখার চেহারায় এই পরিবর্তন ঘটেছে ফিল্মি দুনিয়ায় পা রাখার পরই। তিনি নিজেই একসময় নিজেকে বলতেন কালো চেহারার মেয়ে। তাহলে এই রূপান্তর কীভাবে সম্ভব হলো! বাজারে প্রচলিত গুজব অনেকটাই সত্যি, ত্বক ফর্সা করানোর চিকিৎসা করিয়েই এমন সুন্দর চেহারা পেয়েছেন রেখা। আর ওপরের ছবি দুটো দেখলেই বোঝা যাবে কথাটা কতটা সত্য। কেননা রেখা যদি তার ত্বক নিয়ে কিছু না-ই করে থাকেন তবে এ পরিবর্তন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

নিজের বিবাহবার্ষিকী বিশ্বের সব স্ত্রীকে উৎসর্গ করলেন অমিতাভ

সম্প্রতি বিবাহিত জীবনের ৪১ বছর পার করেছেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। আর এই প্রথমবারের মতো বিবাহবার্ষিকীর দিনেই আলাদা ছিলেন অমিতাভ আর জয়া। তবে তা কোনো বিচ্ছেদ থেকে নয় বরং দু'জনই কাজে ব্যস্ত থাকায়। কিন্তু আলাদা থাকলেই কি আর দূরে থাকা যায় প্রিয় মানুষের কাছ থেকে! টুইটারে অমিতাভের পোস্ট– 'কোনো উদ্‌যাপন নেই, কাছে থাকা নেই। স্ত্রী দেশের বাইরে, সন্তানরাও কাছে নেই, কিন্তু হৃদয়গুলো রয়েছে একসঙ্গেই'। কেবল তা-ই নয়, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা থেকেই ব্লগে নিজের এই বিবাহবার্ষিকীকে অমিতাভ উৎসর্গ করেছেন বিশ্বের সব স্ত্রীর প্রতি।

অ্যাকশন হিরো রানী

ভক্তদের জন্য প্রথমবারের মতো অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় রানী মুখার্জি। সদ্য বিবাহিত এই তারকা অভিনেত্রীকে তার পরবর্তী ছবি 'মারদানি'তে দেখা যাবে জবরদস্ত এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে। স্বামী আদিত্য চোপড়ার প্রযোজনায় ছবিটিতে রানী অভিনয় করবেন মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসার শিবানী শিবাজী রায় চরিত্রে। মুম্বাইয়ের এক কিশোরীকে মাফিয়া চক্রের কিডন্যাপ করার ঘটনা থেকেই শুরু হবে কাহিনীর। আর সেই কিশোরীকে উদ্ধারে অভিযানে নামবেন রানী। ছবি জুড়েই থাকছে মাফিয়ার সঙ্গে রানীর ইঁদুর-বিড়াল খেলা। তবে অ্যাকশন চরিত্রের রানীকে দেখতে ভক্তদের অপেক্ষা করতে হবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে ছবিটি মুক্তি পাবে সেদিনই।

আপনি জানেন কি

যে ছবি মুক্তি পায়নি-৪
ওয়াল্ট ডিজনির 'সং অব দ্য সাউথ'

ডিজনির কার্টুন সিরিজ মানেই ছোট-বড় সবারই প্রিয় সব গল্পের ভাণ্ডার। সিন্ড্রেলা, রবিনহুড, দ্য লায়ন কিং আর দ্য জাঙ্গল বুক-এর মতো অসংখ্য কার্টুন চলচ্চিত্র দিয়ে দর্শক-ভক্তদের আনন্দ দিয়েছে ডিজনি। আর এই কার্টুন চলচ্চিত্রগুলোর জনপ্রিয়তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ডিজনিরই এমন অনেক কার্টুন সিরিজ আছে, যা সিনেমা আকারে বের হয়নি। হ্যাঁ, তেমনই একটি মজার সিরিজ 'সং অব দ্য সাউথ'। আফ্রিকান-আমেরিকান লোককথা নিয়েই ডিজনির এই কার্টুন সিরিজ। ১৮৮১ সালে সাংবাদিক জোয়ে ক্যান্ডলার হ্যারিস দক্ষিণ আমেরিকার নীতিকথা ভিত্তিক এসব গল্পের সঙ্কলন করেন, যা অ্যানিমেশন সিরিজ আকারে ১৯৪০ সাল থেকে প্রকাশ শুরু করে ডিজনি। তবে প্রকাশের কিছুকাল পরেই কালোদের অধিকার রক্ষার্থে কাজ করা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপল-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে। কেননা এই কার্টুন সিরিজের কিছু চরিত্র ছিল কালো, যাদেরকে ভৃত্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। এরপর কয়েক দশক চেষ্টা করেও কার্টুন সিরিজটিকে আর প্রকাশ করা যায়নি। সিরিজটিকে আশির দশকে সিনেমা আকারে বের করারও চেষ্টা করে ডিজনি। তবে সে চেষ্টাও সফল হয়নি। তাই ডিজনির অনেক কার্টুনের মতো 'সং অব দ্য সাউথও' ছবি হিসেবে আলোর মুখ দেখেনি। তবে এ কার্টুনেরই জনপ্রিয় গান 'জিপ-আ-ডি-ডু-ডাহ' এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে।

গ্রন্থনা : **সুমাইয়া শিফাত**